বিষয়বস্তুঃ নবীজির ভালোবাসা

রবীউল আওয়ালের প্রথম জুমুআর বয়ান

(২ রবীউল আওয়াল ১৪৪৬ হিজরী, ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া নু'মানিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত। ক্রমিক নং ১৫২

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالْصَّلَاةُ وَالْسَّلَامُ عَلٰى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى أٰلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ: فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اَلنَّبِيُّ أَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (الآية) ۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْم

সম্মানিত সুধীবৃন্দ ! আজ রবীউল আওয়াল মাসের প্রথম জুমুআ। আজ আমরা নবীজির ভালোবাসা সম্পর্কে আলোচনা করব। আমরা জানি, প্রতিটি মুসলমানের কাছে এই রবীউল আওয়াল মাসটি অত্যন্ত স্মরণীয় মাস। কেননা, এ মাসে নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং এ মাসেই তাঁর ওফাত হয়েছিল। সেজন্য একদিকে মুসলিম উম্মাহর নিকট এ

মাসটি যেমন অত্যন্ত খুশির মাস, তেমনি অন্যদিকে অত্যন্ত দুঃখের মাস।

মনে রাখবেন, নবীজির জীবনচরিত নিয়ে যতবেশি আলোচনা করা হবে, তাঁর প্রতি ততবেশি ভালোবাসা পয়দা হবে। আর নবীজির প্রতি মহব্বত ও ভালোবাসা ঈমানের আলামত। আল্লাহ রব্বুল আলামীন সূরা আহ্যাবের ৬ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ اَلنَّبِيُّ أَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ "নবী মু'মিনদের নিকট তাদের নিজেদের চেয়েও অধিক ঘনিষ্ঠ।" অতএব, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠ, তখন তাঁকে সৃষ্টিজগতে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা মু'মিনদের ঈমানের দাবি। স্বয়ং নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা বলেছেন।

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবূ হুরাইরাহ (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى أَكُوْنَ أَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ

"তোমরা ততক্ষণ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ

পর্যন্ত আমি তোমাদের নিকট তোমাদের পিতা-মাতা, আল-আউলাদ ও সমস্ত মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় না হব।” এটি সহীহ বুখারীর ১৫ নম্বর হাদীস।

একটি ঘটনাঃ

সম্মানিত ঈমানদার ভায়েরা ! নবীজির প্রতি মহব্বত কেমন হওয়া উচিৎ, এ সম্পর্কে একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সহীহ বুখারীর ৬৬৩২ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হিশাম (রযি) বলেছেনঃ একবার আমরা কোন এক সফরে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তখন নবীজি হযরত উমারের হাত ধরে হাঁটছিলেন। হযরত উমার নবীজিকে বললেনঃ يَا رَسُوْلَ اللهِ ! لَأَنْتَ أَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اِلَّا مِنْ نَفْسِيْ “হে আল্লাহর রসূল ! আপনি আমার কাছে পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টির চেয়ে বেশি প্রিয়; তবে আপনি আমার নিজের জানের চেয়ে বেশি প্রিয় নন। এ কথা শুনে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ

لَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتّٰى أَكُوْنَ أَحَبَّ اِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ

“সেই আল্লাহর কসম করে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ আছে, তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মু’মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমার নিকট তোমার নিজের জানের চেয়ে অধিক প্রিয় না হব।” তখন হযরত উমার বললেনঃ তাহলে আল্লাহর কসম করে বলছিঃ এবার আপনি আমার নিকট আমার নিজের জানের চেয়েও অধিক প্রিয়। এর উত্তরে নবীজি বললেনঃ হে উমার ! এবার তোমার ঈমান পরিপূর্ণ হল। হাদীসে বর্ণিত এ ঘটনা থেকে বোঝা গেল, নবীজির মহব্বত পৃথিবীর সবকিছুর চেয়ে অধিক হতে হবে, তবেই আমরা পরিপূর্ণ মু’মিন হতে পারব।

নবীজিকে ভালোবাসার ফযীলতঃ

সুধীবৃন্দ ! বর্তমান প্রজন্মের অধিকাংশ মুসলিম যুবকদের দেখা যায়, তারা নায়ক ও প্লেয়ারদেরকে জীবনআদর্শ বানিয়ে রেখেছে। কথাবার্তা, ওঠা-বসা, চলাফেরা, লেবাস-পোশাক, এমনকি চুলের কাটছাটের ক্ষেত্রেও তারা ফাসেক-ফাজেরদেরকে ফলো করে চলে।

অথচ একজন ঈমানদার ব্যক্তির সবচেয়ে উত্তম আদর্শ হল, বিশ্বনবীর জীবনাদর্শ। আল্লাহ রব্বুল আলামীন সূরা আহ্যাবের ২১ নম্বর আয়াতে এ কথাই বলেছেনঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের জীবনের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।"

সহীহ বুখারীর ৩৬৮৮ নম্বর হাদীসে হযরত আনাস (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ একদিন কোন একব্যক্তি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিল, কিয়ামত কবে হবে ? এর উত্তরে নবীজি বলেছিলেনঃ তুমি কিয়ামতের জন্য কী প্রস্তুতি নিয়েছ ? সেই লোকটি বলেছিলঃ তেমন কিছু না, তবে আমি আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূলকে ভালোবাসি। অর্থাৎ, আমি বেশি কিছু ইবাদত করতে পারিনি, তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালোবাসি। তার এ কথা শুনে নবীজি বলেছিলেনঃ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ "তুমি (কিয়ামতের দিন হাশর মাঠে) তার সঙ্গী-সাথী হবে, যাকে তুমি ভালোবাস।"

এ হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত আনাস (রযি) বলেছেনঃ পৃথিবীর কোন কিছু থেকে আমি কখনই এতটা খুশি হয়নি, যতটা নবীজির এ কথা দ্বারা খুশি হয়েছিলাম। কেননা, নবীজি বলেছেনঃ তুমি কিয়ামতের দিন তার সাথেই থাকবে, যাকে তুমি ভালোবাস।

হযরত আনাস (রযি) বললেনঃ আমি তো রসূলুল্লাহ, আবূ বকর ও উমারকে ভালোবাসি। আমি আশা করি, তাঁদেরকে ভালোবাসার কারণে আমি তাদের সঙ্গেই থাকব; যদিও আমি তাঁদের মতো আমল করতে পারিনি।

নবীজিকে সর্বাপেক্ষা বেশি ভালোবাসতে হবে কেন ?

ব্রাদারানে ইসলাম ! সহীহ বুখারীর বিখ্যাত আরবী ব্যাখ্যাগ্রন্থ উমদাতুল কারী এবং উর্দূ ব্যাখ্যাগ্রন্থ নসরুল বারীতে সহীহ বুখারীর ১৪ নম্বর হাদীসের ব্যাখ্যায় লেখা আছে, পৃথিবীর সকল দার্শনিকগণ এ বিষয়ে একমত যে, কাউকে ভালোবাসার ৪টি কারণ হতে পারেঃ (১) তার সৌন্দর্যতার কারণে, (২) তার ভাল গুণের কারণে, (৩) আত্মীয়তার কারণে, (৪) কাউকে ভালোবাসা হয় তার

অনুগ্রহের কারণে। বিশ্বনবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে ভালোবাসার এই ৪টি কারণ পূর্ণাঙ্গরূপে বিদ্যমান ছিল।

নবীজির সৌন্দর্যঃ

নবীজির সৌন্দর্য বর্ণনা করা অসম্ভব। তবে এতটুকু বলা যায় যে, তিনি কুল-কায়েনাতের সকল সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর ছিলেন। কোন সৃষ্টির সাথে তাঁর সৌন্দর্যের তুলনাই হয় না।

সুনানে দারাকুতনীর ২৫৭০ নম্বর হাদীসে হযরত আনাস (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ আল্লাহ রব্বুল আলামীন পৃথিবীতে যত নবী পাঠিয়েছেন, সকলের আকৃতি ও কণ্ঠস্বর ছিল সুন্দর। আর তোমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সকলের চেয়ে বেশি সুন্দর ছিলেন।”

মনে রাখবেন, নবীজির যুগে ৩ জন সাহাবী কবি ছিলেন। হাস্‌সান বিন সাবিত, আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা ও কা’ব বিন মালিক (রযি)। এদের মধ্যে প্রধান কবি ছিলেন

হযরত হাস্‌সান বিন সাবিত (রযি)। তিনি ইসলাম গ্রহণের পর নবীজির সৌন্দর্যের প্রশংসায় একটি বিখ্যাত কবিতা রচনা করেছিলেন। কবিতাটি ‘দেওয়ানে হাস্‌সান’ নামক কিতাবের ১৭ নম্বর পৃষ্ঠায় এভাবে লেখা আছে,

وَأَحسَنُ مِنكَ لَم تَرَ قَطُّ عَيْنِيْ

وَأَجمَلُ مِنكَ لَم تَلِدِ النِساءُ

خُلِقتَ مُبَرَّءً مِن كُلِّ عَيبٍ

كَأَنَّكَ قَد خُلِقتَ كَما تَشاءُ

“আপনার মতো অপূর্ব সুন্দর আমার চোখ কখনও দেখেনি। আর পৃথিবীতে কোন মহিলার গর্ভে আপনার চেয়ে সুন্দর মানুষ জন্মগ্রহণ করিনি। আপনি যাবতীয় দোষক্রটি মুক্ত পয়দা হয়েছেন। যেন আপনি যেমন চেয়েছেন, তেমন পয়দা হয়েছেন।”

আমরা অনেকে কুরআন করীমে সূরা ইউসুফের মধ্যে নবী ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা শুনেছি। তাঁর আকৃতি ও গঠন এত সুন্দর ছিল যে, মিশরের নারীরা তাঁর চেহারার সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে আত্মহারা হয়ে ছুরি দিয়ে

হাতের ফল না কেটে আঙুল কেটে ফেলেছিল। এ ঘটনা সূরা ইউসুফের ৩১ নম্বর আয়াতে বর্ণিত আছে। কিন্তু আমাদের নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চেয়েও অনেক বেশি সুন্দর ছিলেন।

'খসাইলে নববী' নামক কিতাবের ১৬ নম্বর পৃষ্ঠায় লেখা আছে, উম্মুল মু'মিনীন আইশা সিদ্দীকা (রযি) বলেছেনঃ মিশরের নারীরা ইউসুফ আলাইহিস সালামের সৌন্দর্য দেখে হাতের আঙুল কেটে ফেলেছিল। কিন্তু তারা যদি আমার নবীর সৌন্দর্য দেখত, তাহলে নিজেদের দিল-কলিজা কেটে ফেলত।"

নবীজির আচার-ব্যবহারঃ

সম্মানিত উপস্থিতি ! কারোর প্রতি মহব্বত পয়দা হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হল, তার ভাল আচার-ব্যবহার। এ কারণটিও নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে ১০০ শতাংশ মজুদ ছিল।

স্বয়ং নবীজি বলেছেনঃ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ "আমি উত্তম আদর্শ সমূহকে পরিপূর্ণ করার জন্য প্রেরিত হয়েছি।"

এজন্যই নবীজির জীবনচরিত সাক্ষী, তাঁর আখলাক-চরিত্র ও আচার-ব্যবহার ছিল অপূর্ব ও অতুলনীয়।

সহীহ বুখারীর ৬১০২ নম্বর হাদীসে আবূ সাঈদ খুদরী (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্দানশীন কুমারী মেয়ের চেয়ে অধিক লজ্জাশীল ছিলেন।

সুনানে তিরমিযীর ২০১৬ নম্বর হাদীসে আম্মাজান আইশা সিদ্দীকা (রযি) নবীজির উন্নত আদর্শ বর্ণনা করে বলেছেনঃ

لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا وَلاَ صَخَّابًا فِي الأَسْوَاقِ وَلاَ يَجْزِيْ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلَكِنْ يَعْفُوْ وَيَصْفَحُ

“রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কটুকথা বলতেন না; এমনকি তিনি অশ্লীল কথা মুখে উচ্চারণও করতেন না। তিনি বাজারে চেঁচামেচি করতে না। কারোর দূর্ব্যবহারের বদলায় দূর্ব্যবহার করতেন না; বরং তিনি উদারচিত্তে ক্ষমা করে দিতেন।”

আমরা জানি, কোন মানুষের চরিত্র সম্পর্কে জানতে

হলে তার পরিবার-পরিজন ও সাথী-সঙ্গীদের কাছ থেকেই তা জানতে হয়। আর একজন মানুষের দূর্বলতা সবচেয়ে বেশি জানে তার স্ত্রী। এতদসত্ত্বেও আম্মাজান আইশার বর্ণনা তো আমরা এখুনি শুনলাম। যিনি নবীজির সঙ্গে দীর্ঘ ১২ বছর বৈবাহিক জীবন কাটিয়েছিলেন। এবার আমরা নবীজির বিশিষ্ট খাদিম হযরত আনাস রযিয়াল্লাহু আনহুর একটি বর্ণনা লক্ষ্য করি। আনাস (রযি) দীর্ঘ ১০ বছর যাবত নবীজির খিদমত করেছেন।

মুসনাদে আহমাদের ১৩০৩৪ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, সেই খাদিমে রসূল আনাস (রযি) বলেছেনঃ "আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীর্ঘ ১০ বছর খিদমত করেছি। আল্লাহর কসম, তিনি আমাকে কখনও গালি দেননি। এমনকি কখনও আহ্ পর্যন্ত বলেননি। আর কখনও কোন কাজের জন্য ধমক দিয়ে বলেননি যে, এটা কেন করনি ? কিংবা ওটা কেন করেছ ?...

নবীজির সাথে উম্মতের নৈকট্যঃ

মুহতারম শ্রোতামণ্ডলী ! কারোর প্রতি ভালোবাসার

তৃতীয় কারণ হল, তার নিকটতম হওয়া। নবীজি হলেন সৃষ্টিজগতে আমাদের সর্বাপেক্ষা নিকটতম। এমনকি তিনি আমাদের জন্য স্বয়ং আমাদের জানের চেয়েও নিকটতম। সূরা আহ্যাবের ৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এ কথাই বলেছেনঃ اَلنَّبِيُّ أَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ "নবী মু'মিনদের নিকট তাদের নিজেদের চেয়েও অধিক ঘনিষ্ঠ।" অতএব, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠ, তখন তাঁকে সৃষ্টিজগতে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা মু'মিনদের ঈমানের দাবি।

নবীজির অনুগ্রহ ও অনুদানঃ

সুধী শ্রোতামণ্ডলী ! কারোর প্রতি মহব্বত পয়দা হওয়ার চতুর্থ কারণ হল, ইহসান ও অনুগ্রহ। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে এ কারণটিও পরিপূর্ণ রূপে মজুদ ছিল। প্রত্যেকটি মু'মিনের উপর, বরং প্রত্যেকটি সৃষ্টির উপর নবীজির অনুগ্রহ অপরিসীম। তাঁর মাধ্যমে আমরা ঈমান পেয়েছি। তিনি আমাদেরকে জান্নাতের পথ দেখিয়েছেন। গ্রন্থমুকুট আল কুরআন তিনিই

আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। তিনি না হলে আমরা হতাম মুশরিক ও জাহান্নামী। তিনি না হলে আজ এ ধুলির ধরায় আল্লাহর নাম উচ্চারণকারী কেউ হত না। আর দুনিয়া ততদিন থাকবে, যতদিন আল্লাহর নাম থাকবে। তাই বলা যায়, এ চাঁদ, সূর্য, নক্ষত্ররাজি, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সবকিছুর উপর তাঁর অবদান অপরিসীম। এ জন্যই আল্লাহ রব্বুল আলামীন সূরা আম্বিয়ার ১০৭ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ وَمَآاَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ "আমি আপনাকে সৃষ্টিজগতের জন্য রহমত হিসাবেই পাঠিয়েছি।" দুআ করি, আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে নবী রহমাতুললিল আলামীনকে প্রাণের চেয়ে অধিক ভালোবেসে তাঁর সুন্নাহর আলোকে জীবন গড়ার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

وَأٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সংকলনেঃ মুফতী ইবরাহীম কাসিমী

মৌখিক ফতওয়া জানার জন্য 97-32-32-32-24 নম্বরে কলকাতার সময় অনুযায়ী আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত (শুক্রবার বাদে) যোগাযোগ করুন।

কোন প্রয়োজনে 97-32-32-32-12 অফিস নম্বরে রাত ৯টা থেকে ১০টা পর্যন্ত (বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার বাদে) যোগাযোগ করতে পারেন।

মনে রাখবেন, জুমুআর বয়ান শুধুমাত্র আমাদের www.jamianumania.com ওয়েবসাইটেই পাবেন। সুতরাং, এই ওয়েব সাইট থেকে ফ্রিতে জুমুআর বয়ান ডাউনলোড করুন।